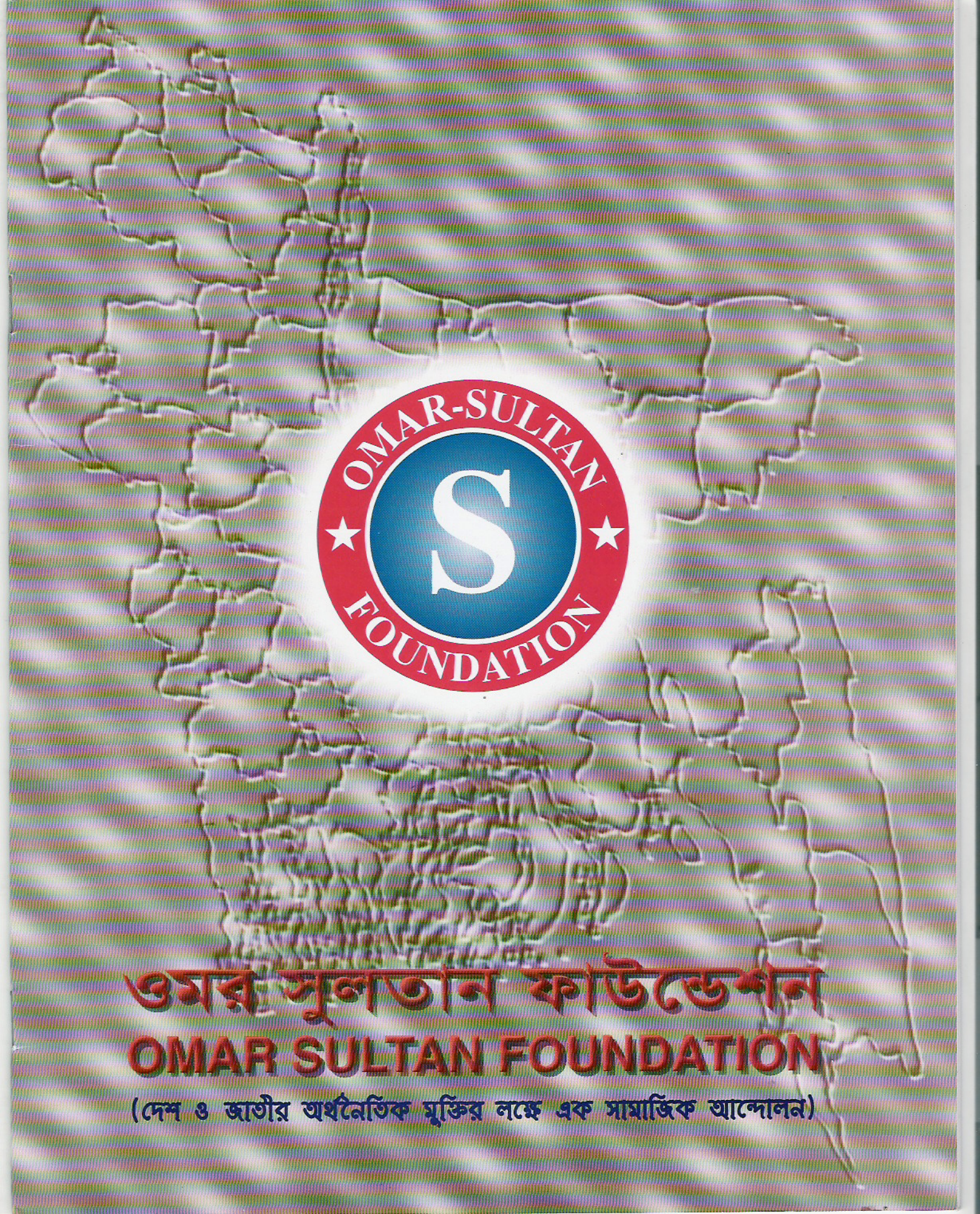

ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন

OMAR SULTAN FOUNDATION

(দেশ ও জাতীর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষে এক সামাজিক আন্দোলন)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০৪ চৈত্র ১৪০৪
১৮ মার্চ ১৯৯৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওমর সুলতান কম্পিউটার ল্যাব' স্থাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

'ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন' গরীব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, দুর্গত মানুষের কল্যাণ এবং পল্লীর জনসাধারণের জন্য দারিদ্র দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের মতো সেবাধর্মী ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে বলে আমি অবহিত হয়েছি। দেশের বিত্তবান ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আমি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওমর সুলতান কম্পিউটার ল্যাব' স্থাপনের উদ্যোগ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ট্রাষ্টির বাণী

উন্নয়নশীল দেশ, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। চির সবুজ শ্যামলীমাময় এই দেশটির মানুষগুলো শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, প্রায় সকল কর্মকাণ্ডেই পিছিয়ে আছে, আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায়। কিন্তু এই রকম পিছিয়ে থাকার কথা ছিল না। স্বাধীনতার ২৫ বছর পেরিয়ে এসেছি। অথচ এখনও আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারিনি। পারিনি এই দেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে এবং অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে। অথচ আমাদের অনেক পরে স্বাধীনতা অর্জন করেও আজ মালয়েশীয়া, কোরিয়া আমাদের চাইতে অনেক সমৃদ্ধশালী।

আমি মনেকরি, সকলের সমবেত প্রচেষ্টাই পারে একটি পরিবার, একটি সমাজ, একটা দেশ তথা একটি জাতিকে সমৃদ্ধির সোপানে পৌঁছে দিতে। আমি এও মনেকরি যে কোন মহৎ কাজ হঠাৎ করেই সমাধা করা যায় না। মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে কোন কর্ম শুরু করলে ধীরে ধীরে সফলতা আসবেই। আর কোন কিছু গড়তে হলে এক কোণ থেকে শুরু করতে হয়। তাই আমার প্রিয় মাতৃভূমির দরিদ্র অথচ মেধাবী মানুষগুলোর প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ সেবার মানসিকতায় গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছি 'ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন'। এই দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশিক্ষা, কুসংস্কার। তাই আমি চাই 'ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে সমাজ থেকে অশিক্ষা ও দারিদ্রতা দূর করতে। ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে ইতিমধ্যেই আমরা বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করেছি। বিভিন্ন স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা মক্তবে এককালীন অনুদান প্রদান করেছি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধান কল্পে গুচ্ছগ্রাম এর মত বড় প্রকল্পও হাতে নিয়েছি, এবং মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

আমি চাই 'ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি, বেকারত্ব বিমোচন, সর্বোপরি সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করে একটি সুখি সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তুলতে। আমার আশা এবং বিশ্বাস এই মহৎ কাজে দলমত নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পাবো এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন
ট্রাষ্ট্রি, ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন
চেয়ারম্যান, সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ

শুভেচ্ছা বাণী

তারিখঃ ২৪শে মার্চ ১৯৯৮ খৃঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগে 'ওমর সুলতান কম্পিউটার ল্যাবরেটরি' স্থাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

'ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন' দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক এবং সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে যে অবদান রাখছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগে ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন যে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতিতে মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাঁদের এ অবদান অন্যান্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের শিল্পপতি, ধনাঢ্য ও বিত্তবানরা ওমর সুলতান ফাউন্ডেশনের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসবেন এটাই আমাদের সবার কামনা।

আমি 'ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন' এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরী

উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

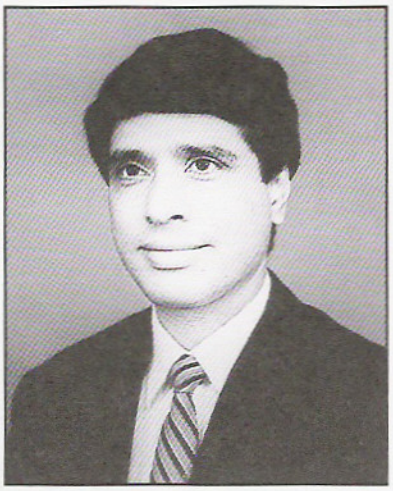

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগে 'ওমর-সুলতান কম্পিটার ল্যাব' স্থাপন এবং এ উপলক্ষে স্মরনিকা প্রকাশের এ মহতী উদ্যোগের জন্য ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনকে জানাই ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের ফলে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা, গবেষণা তথা ব্যবসায় শিক্ষায় নিজেদের জ্ঞানকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পাবে। আমি আশা করছি, ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় অবদান রাখবে। ফলশ্রুতিতে ত্বরান্বিত হবে জাতীয় উন্নয়নের সকল শাখায় গুণগত উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া।

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত মানুষের এবং যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, যারা নিজেদের শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে পরিবারের তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারছে না, তাদের পাশে দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষা-বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ আত্মকর্মসংস্থানের ব্রত হয়ে এগিয়ে আসা একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান।

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের এ সকল মহতী উদ্যোগ অন্যেরাও অনুসরণ করুক, একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাদের এ পথিকৃতের ভূমিকা ফলপ্রসূ অবদান রাখুক এই কামনা করছি।

ডঃ এম খায়রুল হোসেন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলাম
উপদেষ্টা
জাতীয় অধ্যাপক

প্রফেসর ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
উপদেষ্টা
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

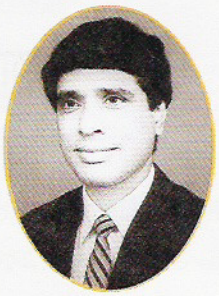

ডঃ খাইরুল হোসেন
উপদেষ্টা
চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ডাঃ নজরুল ইসলাম
উপদেষ্টা
ভাইরোলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস
উপদেষ্টা
সভাপতি, বিজিএমইএ ও এমডি, ড্রাগন গ্রুপ

প্রফেঃ ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী
প্রধান উপদেষ্টা
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুর রহমান সিন্‌হা
উপদেষ্টা
চেয়ারম্যান, ওপেক্স গ্রুপ

কুতুবউদ্দীন আহমেদ
উপদেষ্টা
এম.ডি, এনভয় গ্রুপ

আব্দুর রহিম চৌধুরী
উপদেষ্টা
প্রেসিডেন্ট ও এমডি আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ

মোঃ কামরুল ইসলাম
উপদেষ্টা
চেয়ারম্যান, ফোকাস ফ্যাশনস্ লিঃ

সারোয়ারুজ্জামান খান
উপদেষ্টা
এম.ডি, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন এর ট্রাষ্টি বোর্ড

মিসেস ফেরদৌস আমীন
সদস্যা (মহিলা বিষয়ক)
এম.ডি, সিটি গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ

আলহাজ্ব মোঃ নূরুল আমিন
ট্রাষ্ট্রি
চেয়ারম্যান, সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ

শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম
সদস্য সচিব (মাইক্রো ক্রেডিট ব্যাংকিং)
ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ডাঃ মোজাম্মেল হক
সদস্য (শিক্ষা ও গবেষণা) মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকল্প পরিচালক, ওমর সুলতান মেডিক্যাল সার্ভিসেস

মোঃ মকবুল হোসেন
সদস্য (অর্থ)
এম.ডি, আশিয়ানা সুয়েটারস্ লিঃ

এম আমিনুল ইসলাম
সদস্য (আন্তঃসম্পর্ক)
এম.ডি– ও.এস. সিটি ইমপোর্টস্ লিঃ

মনির আহমদ
সদস্য (রুরাল মাইক্রো ক্রেডিট ইন্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন ও এডুকেশন)
এম.ডি, ওমর সুলতান নিটিং মিলস্ লিঃ

আবদুল মান্নান
সদস্য
নির্বাহী পরিচালক, বিকে নিট ফ্যাশন্ লিমিটেড

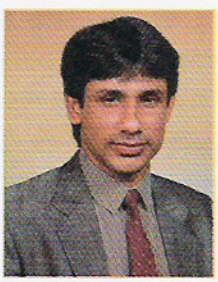

এ সালাম মুর্শেদী
সদস্য (খেলাধূলা ও সংস্কৃতি)
পরিচালক, এনভয় গ্রুপ

মোঃ আসাদুল্লাহ
সদস্য (সমন্বয়কারী)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গুড ডে এ্যাপারেলস্ লিঃ

শরিয়ত উল্লাহ
সদস্য
নির্বাহী পরিচালক, ওমর সুলতান নিটিং মিলস্ লিঃ

এ কে এম ইকবাল হোসেন
সদস্য
নির্বাহী পরিচালক, ওয়ান স্টপ মল

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের কম্পিউটার ল্যাব ঃ স্বপ্নের বাস্তবায়ন

–শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম

মাইক্রোসফট স্রষ্টা বিল গেট্স এর নাম এখন সর্বজনবিদিত। তার কারণ তিনি যে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি তা নয়। তার সৃষ্টি আজ পৃথিবীর গতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। পৃথিবীর গতি ও তার ধনী হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে তার সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপক প্রয়োজন ও ব্যবহার। কম্পিউটার ছাড়া এ যুগে কোন অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিন্তা করা খুব কঠিন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে প্রয়োজন একটি দক্ষ কর্মীদল। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্ররা বর্তমানে দেশের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করছে, এ ধরনের ছাত্রদের বর্তমান পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে সত্যিকার অর্থে একজন এমবিএ ডিগ্রীধারী হতে প্রয়োজন কম্পিউটার শিক্ষা, যার প্রয়োজন ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ অনেকদিন যাবত অনুভব করছিল কিন্তু সরকারি ও নিজস্ব তহবিলের অভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছিল না। এ সময়েই ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি জনাব নূরুল আমীন সাহেবের সাথে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল। শিক্ষা, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে তাঁর অসীম উৎসাহ খুব অল্প সময়েই তাঁকে এই ল্যাব এর ব্যাপারে উৎসাহিত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি অডিটোরিয়ামে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি নিজ ভাষণে কম্পিউটার ল্যাব করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ভাষণে তিনি কিছু উপলব্ধি ও অনুরোধ তুলে ধরেন যার কিছু আমার এখনো মনে আছে।

প্রথমতঃ তিনি সমাজের বিত্তবানদের এ ধরনের সমাজ গঠনমূলক, শিক্ষার মান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসার বিশেষ অনুরোধ করেন। প্রত্যেক বিত্তবানকে নিজের সন্তানের সাথে আরও ২ জন গরীব সন্তানের লেখাপড়ায় সাহায্য করার অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্যের সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে মাইক্রো ক্রেডিট এডুকেশন স্কীম চালু করার ইঙ্গিত দেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঋণের মাধ্যমে লেখাপড়ার খরচ শেষ করে, চাকুরী জীবনে এসে মূল ঋনের সাথে ৬% হারে সুদের মাধ্যমে এর ঋণ শোধ করার মাধ্যমে পিতা-মাতার উপরে আর্থিক চাপ কমানো এবং সে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ছাত্র জীবন থেকে কর্ম জীবন শুরু করার শিক্ষা নিবে।

প্রতিশ্রুতি ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি মাত্র কয়েক মাস সময় নেন, বর্তমানে এই ল্যাব তাঁর নিজ সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত যা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিভাগে অনুপস্থিত। আমার উপলব্ধি যে, সত্যিকার অর্থে নূরুল আমীন সাহেবের উদ্দেশ্য-ইচ্ছা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে এই সমাজে শিক্ষার হার বাড়বে, বেকারত্ব যেমন দূর হবে, তেমনি সামাজিক মূল্যবোধ, ঋণ গ্রহণ-প্রদান, আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি সত্যিকার অর্থে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনি এই ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিচালিত বৃত্তি, কম্পিউটার ল্যাব, মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে ও অন্যান্যদের জন্য পথিকৃত হয়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস, প্রাথমিকভাবে এই ২৬টি কম্পিউটার সমন্বয়ে সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবটি বিংশ শতাব্দির প্রয়োজনকে সামনে রেখে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্য কর্মী ও নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে বহিঃবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করবে।

এই ল্যাব এর সাফল্য সকলের জন্য পথিকৃত হয়ে থাক, এটাই কামনা করি। ❑

এক নজরে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের — বিগত কার্যক্রম —

জাহাঙ্গির সেলিম

- গত শীত মৌসুমে এলাকায় শীতার্ত মানুষের মাঝে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শীতবস্ত্র বিতরণ।
- ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ ৬ লক্ষ টাকার অনুদান বিতরণ।
- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উৎসাহ বৃত্তি, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৫ বছর মেয়াদী ২০টি শিক্ষা বৃত্তি প্রদান এবং উক্ত বিভাগের জন্য একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন। যাহার নামকরণ করা হয়েছে **'ওমর-সুলতান কম্পিউটার ল্যাবরেটরী'**।
- প্রধানমন্ত্রীর আহবানে ত্রাণ তহবিলে ২০ হাজার পিস শীতের পোষাক প্রদান।
- **'ওমর-সুলতান মেডিক্যাল সেন্টার'** দেশের দরিদ্র মানুষগুলোর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা এবং চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়েছে অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড্ মেডিক্যাল সেন্টার।
- বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (ইউএসটিসি)-তে ২০ লক্ষ টাকার অনুদান। যার মাধ্যমে উক্ত হাসপাতালে স্থাপিত হবে **'ওমর-সুলতান ডেন্টাল বিভাগ'** নামে একটি অত্যাধুনিক ডেন্টাল ইউনিট।
- গ্রাম থেকে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় ওমর-সুলতান পল্লী-১ এ স্থাপিত **'ওমর-সুলতান নিটিং মিলস্'** এ উল্লেখ সংখ্যক বেকার যবুক-যুবতীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রদান করা হয়েছে।

সিটি গ্রুপ একটি সমীক্ষা

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের ইতিবৃত্ত

আবদুল মতিন মিঠু

শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমেই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার যাত্রা শুরু। একটি জাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চালনের জন্য শিল্পায়নের বিকল্প নেই। প্রকৃত পক্ষে শিল্পায়নের মাধ্যমেই একটি জাতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয়। ক্ষণভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিবেশে কোন জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। শিল্প বিপ্লবের জন্মভূমি আধুনিক ইউরোপসহ পাশ্চাত্যের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো স্বচ্ছল অর্থনীতির যে সুফল ভোগ করছে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সে বিবেচনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তার প্রধান কারণ অস্থিতিশীল আর্থ সামাজিক অবস্থা। স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অস্থির সময়কে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে অনন্য দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করেছেন তিনি আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন। প্রায় ২০ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সিটি গ্রুপ। এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব এম নূরুল আমীনের বিচক্ষণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ও সময় উপযোগী পদক্ষেপের ফলে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সিটি গ্রুপ আজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখে চলেছে।

আজকের প্রতিযোগিতামূলক সমাজে সিটি গ্রুপ শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় দেশের বাইরেও তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করছে। আমাদের ক্ষণ ভঙ্গুর অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চালনের জন্য এই গ্রুপের অবদানকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও এই গ্রুপের একটি ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। আমি এই প্রতিবেদনে সিটি গ্রুপের কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

বেকার সমস্যা আজ আমাদের জাতীয় সমস্যা। কর্মসংস্থানের অভাবে হাজার হাজার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার জাতির বোঝা হয়ে আছে। এই সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে দেশের উন্নয়নের চিন্তাই করা যায় না। সিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

একটি প্রচার বিমুখ গ্রুপ

সিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১টি। এই গ্রুপকে একটি প্রচারবিমুখ গ্রুপ বলা চলে। কারণ আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান না রেখেই এক শ্রেণীর মানুষ প্রচার মাধ্যমগুলোতে আত্মপ্রচারে মুখরিত। কিন্তু এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচার একেবারে নেই বললেই চলে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে সিটি গ্রুপ যে পরিমাণ অবদান রেখে চলছে তার তুলনায় প্রচার প্রপাগান্ডা নিতান্তই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রুপের কর্মকর্তারা প্রচার বিমুখ। নিজের ঢাক নিজে পিটানোর নীতিতে এঁরা বিশ্বাস করেন না। কাজের মাধ্যমেই এঁরা মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চান।

চন্দনাইশ এর কর্মকাণ্ড

আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন শৈশবকাল থেকে সমাজের অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষের প্রতি সদয় ভালোবাসা দেখিয়ে আসছেন। তিনি চন্দনাইশের অনগ্রসর মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া করার জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় বিপুল পরিমাণ অনুদান দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের পথকে সুগম করে দিয়েছেন। সম্প্রতি চন্দনাইশে সিটি গ্রুপের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন'। এই ফাউন্ডেশন বাস্তবায়নের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

জাতীয় বিপর্যয়ে সিটি গ্রুপ

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। সারা বছর খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই থাকে। আমাদের জাতীয় বিপর্যয়েও সিটি গ্রুপ তার নিজের সম্পদ শক্তি নিয়ে এগিয়ে যায় আর্তমানবতার সেবায়। দেশের যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই গ্রুপ নিজস্ব তহবিল দিয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পুনঃনির্মাণ ও পুনঃস্থাপন করে আসছে। এছাড়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ❑

ফাউন্ডেশনের ইতিবৃত্ত

মানুষের জন্মের পরিচয় বড় নয়, কর্মের পরিচয়ই হলো বড় পরিচয়। তাঁর কর্মই জানান দেয় তিনি কত বড় মহৎ, হৃদয়বান লোক। তিনি কোন বংশের সন্তান। কেমন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ইত্যাদি আপাত বৈশিষ্টগুলো। একজন মানুষকে তখনই মহৎ ও মহান বলা যায়, যখন দেখা যায় তিনি তাঁর দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষগুলোর প্রতি নিজের আত্মার টান অনুভব করেন। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন মানুষের দুঃখের

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শীত বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানের সময় এক বিশেষ মুহূর্তে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন

কথা বেদনার কথা এবং সে অনুভব থেকে সমাজের সেই বেদনার্ত মানুষগুলোর দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য আন্তরিকতার সাথে কিছু করার চেষ্টা করেন।

এই রূপ একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তির অন্তরের টান এবং হৃদয়ের বেদনার্ত উপলব্ধির ফসল আজকের 'ওমর-সুলতান' ফাউন্ডেশন। একটি জন্ম, একটি ইতিহাস। একটি সেবামূলক সংগঠন। একটি পরিবার তথা একটি সামাজিক আন্দোলন। 'ওমর-সুলতান' ফাউন্ডেশন।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার পশ্চিম এলাহাবাদ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা, আলহাজ্ব নূরুল আমীন। বালক বয়সেই তাঁর মা-বাবাকে হারিয়ে তিনি এক কঠিন বাস্তবতার মুখে নিমজ্জিত হন। প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায়, নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর অধ্যবসায়, সীমাহীন কষ্টভোগ করে লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং সমাজের এক অন্ধকার গলি থেকে

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শীত বস্ত্র দান করছেন ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন এর ট্রাষ্টি সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন, পাশে মোঃ মকবুল হোসেন ও মোঃ আসাদ উল্যাহ

মানুষগুলোর প্রতি আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করেন। এই অনুভব থেকে তিনি প্রথমে নিজ জন্মস্থান চন্দনাইশ থানার নিজ গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করার পরিকল্পনা হাতে নেন। বিচ্ছিন্নভাবে তিনি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মসজিদ মাদ্রাসায় অনুদান দিতে থাকেন। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ বহন করার জন্য অনুদান প্রদান গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র সহ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে থাকেন। তিনি মনে করলেন আল্লাহ্ তায়ালা তো আমাকে অনেক দিয়েছেন, এবার আমি সমাজের সাধারণ মানুষগুলোর জন্য কিছু করি। অর্থাৎ তিনি সমাজ সেবায় মনোনিবেশ করলেন, সদা হাস্যোজ্জল, প্রাণোচ্ছল এই মহৎ মানুষটি। যখন দেখলেন এই ভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে তিনি নিজেকে বের করে আনেন এক আলোকিত জগতে। অত্যন্ত সফলতার সাথে শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। এখানেও তিনি কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় মনোবল, সততা নিষ্টা ও দক্ষতার সু-সমন্বয়ে গড়ে তোলেন একটি বিশাল পরিবার। 'সিটি গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ'। এই গ্রুপের আওতায় আজ ১১টি বিভিন্ন রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কর্মীর বলিষ্ট হাতের সু-দক্ষ কর্মকাণ্ডে এই প্রতিষ্ঠান বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে। যার মূলে রয়েছে সিটি গ্রুপের কর্ণধার আলহাজ্ব নূরুল আমীনের সুনিপুণ ও সুদক্ষ পরিচালনার ছোঁয়া। তিনি আজ একজন সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ। ব্যবসা বাণিজ্যে সফলতার পর জনাব নূরুল আমীন সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া দরিদ্র

বিজিএমইএ-র দুই সফল প্রেসিডেন্ট জনাব রেদোয়ান আহমেদ এম.পি ও জনাব মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস এর মাঝে হাস্যজ্জল সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান এম নূরুল আমীন

সাহায্য সহযোগিতা করলে সাধারণ মানুষগুলোর তেমন কোন উপকার হচ্ছে না। তখনই স্থায়ী ভাবে কিছু করার মানসে এবং ছোটবেলায় হারানো বাবা-মায়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে গঠন করলেন 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন'। যার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সারাদেশের গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র ছাত্রী এবং বেকার যুব সমাজের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করবেন।

বাম থেকে জনাব নূরুল কাদের, ইঞ্জিঃ নূরুল হক সিকদার, মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস, ফজলুল আজিম এমপি, মোশারফ হোসেন এমপি, সৈয়দ আল ফারুক এবং ট্রাষ্ট্রি এম নূরুল আমীন

ফাউন্ডেশন গঠনের পর থেকে ইতিমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চন্দনাইশ থানার জুনিয়র সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে ১৬০টি শিক্ষা বৃত্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে ৫ বছর মেয়াদী ২০টি শিক্ষা বৃত্তি। স্থাপন করা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাবরেটরী। সমাজের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'ওমর-সুলতান' ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। হাতে নেওয়া হয়েছে 'মাইক্রো ক্রেডিট' পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে সমাজের গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে ঋণের মাধ্যমে। জনাব আলহাজ্ব নূরুল আমীনের ইচ্ছা তিনি 'ওমর-সুলতান' ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি, বেকারত্ব বিমোচন, সর্বোপরি সমাজের দারিদ্র বিমোচনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

বিজিএমই এর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আনিসুর রহমান সিন্‌হা, মিনহাজ গ্রুপের এম.ডি জনাব কামাল উদ্দিন ও সাবেক সহ-সভাপতি জনাব হায়দার সাহেব সহ ট্রাষ্ট্রি এম নূরুল আমীন

– ঃ –

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন

আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলী

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার এলাহাবাদ গ্রামের সূর্য সন্তান আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন সমাজ ও দেশের অগ্রগতির কথা চিন্তা করে নিজ অর্জিত সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়ে গঠন করলেন 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন'। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠন এই ফাউন্ডেশন।

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সাথে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছেন

আমাদের দেশে দেখা যায় অভিভাবকের দারিদ্রতার কারণে মাঝ পথেই অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন শেষ করে জীবিকার অন্বেষনে ছুটতে হয়। অথচ বিশ্বের অন্যান্য উন্নতদেশগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি কোন না কোন কর্মের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তাদের লেখা পড়ার খরচ বহনের জন্য কোন চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তবে আনন্দের কথা হচ্ছে এই রূপ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন তাদের বহুমূখী কর্মকাণ্ড সহ। নিম্নে সেই সব কর্মকাণ্ডের আলোচনা করা হলোঃ

স্থানীয় একটি হোটেলে এক বাণিজ্যিক সভায় বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ-র সাথে ট্রাষ্টি এম নূরুল আমীন এবং দেশী-বিদেশী বাণিজ্য মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

১.(ক) **মাইক্রো-ক্রেডিট প্রোগ্রাম ঃ** এই প্রোগ্রামের আওতায় থাকবে গ্রামের উন্নয়ন। গ্রাম প্রধান এই দেশের গ্রামে যে সমস্ত অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী অবহেলিত অবস্থায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে, শুধু তারাই এই প্রোগ্রাম এর সহযোগিতা পাবে। এই প্রোগ্রামের আওতায় নির্দিষ্ট সংখ্যক সমিতি থাকবে। একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ইহা পরিচালিত হবে। প্রাথমিক অবস্থায় দেশব্যাপী এর ৫০টি শাখা থাকবে। যে

বিশ্বখ্যাত কোরিয়ান এলজি ফ্যাশনের প্রেসিডেন্ট এর সাথে ব্যবসায়ীক চুক্তি হস্তান্তর করছেন সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন

কোন আবেদনকারীর আবেদন যথোপযুক্ত ভাবে যাচাইয়ের মাধ্যমে 'ক্রেডিট' অনুমোদন করা হবে। এবং নির্ধারিত সময়ে আবেদনকারী তাহা পরিশোধ করবেন।

(খ) ষ্টুডেন্ট মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম ঃ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল কলেজগুলোতে দেখা যায় অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী দারিদ্রতার কারণে মাঝ পথে তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। যার কারণে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয় ঐ সমস্ত মেধাবী তরুণদের সেবা থেকে।

তাই ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন 'স্টুডেন্ট মাইক্রোক্রেডিট' নামে একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এই পদ্ধতি বাংলাদেশে এটাই প্রথম। মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী তাহার শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে শেষ বর্ষ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

পরবর্তী সময়ে ঋণকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী তার শিক্ষা সমাপান্তে কোন চক্রবৃদ্ধি সুদ ছাড়া ঋণের মূল টাকার সাথে ৬% হারে সুদ প্রদান পূর্বক পরবর্তী ৬ মাস পর থেকে পরিশোধ করতে থাকবে।

২. **যুব উন্নয়ন প্রকল্প ঃ** এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে পেশাভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পে আগামী দুই হাজার সাল নাগাদ ২৫ হাজার বেকার যুবককে কর্মক্ষম করে স্ব-স্ব পেশায় নিয়োজিত করা হবে।

৩. শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রকল্প ঃ বাংলাদেশে এমন অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, যারা শুধুমাত্র আর্থিক সমস্যার কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে তাদের সেবা থেকে, তাই ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন গ্রামের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে মাঝ পথে লেখাপড়া বন্ধ করতে না হয় তার জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। যার মাধ্যমে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪. **ওমর-সুলতান ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল ঃ** এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামের কর্মক্ষম যুব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণে হাতে কলমে শিক্ষাদানপূর্বক আরো দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে এবং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগে ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাঝে ট্রাষ্টি এম নূরুল আমীন, সদস্য মকবুল হোসেন ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

ওমর-সুলতান পল্লী-১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী মেহমানদের সাথে আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন

স্বাধীন ভাবে অন্য পেশা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫. ওমর-সুলতান মেডিক্যাল সার্ভিসেস্ প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পের আওতায় শহর ও গ্রামের যে কোন নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইহা ছাড়া দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হবে। সাথে সাথে উপার্জনক্ষম পরিবারের জন্য ৪০% হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরে এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে যাহার দক্ষ ও আন্তরিকতা পূর্ণ সেবার কারণে অল্প সময়ে এর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অচিরেই মেডিক্যাল সার্ভিসের সেবা সমূহ চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৬. ওমর-সুলতান গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামের ছিন্নমূল পরিবার সমূহকে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের নিজস্ব মডেল অনুযায়ী বসত বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করবে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি পল্লী স্থাপন করা হয়েছে।

৭. রফতানীমূখী গ্রামভিত্তিক নতুন নতুন শিল্প স্থাপন প্রকল্প ঃ এই প্রকল্প সমাজের বেকার যুব শক্তিকে ওমর-সুলতান ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে প্রয়োজনীয় পেশাভিত্তিক হাতে কলমে শিক্ষাদান পূর্বক তাদেরকে দিয়ে গ্রামে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে, যে সমস্ত শিল্প থেকে বছরে কম পক্ষে ১.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের শিল্পপণ্য রফতানী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৮. সামাজিক অঙ্গীকার প্রকল্প ঃ গ্রামের গরীব ও দুঃস্থ পরিবারগুলো আর্থিক দৈন্যতার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ঠিক মত পালন করতে পারে না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ডে এককালীন সাহায্য সহযোগিতা করা হবে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে।

৯. গ্রামের দারিদ্র দূরিকরণ প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের অশিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে পেশাভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান পূর্বক স্ব-স্ব পেশায় কাজে লাগিয়ে এবং প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করে তাদেরকে অধিক উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা হবে, যেন তারা সমাজে একেকজন দক্ষ নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় আগামী দুই হাজার সাল নাগাদ ২৫ হাজার ব্যক্তি উপার্জনক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ❑

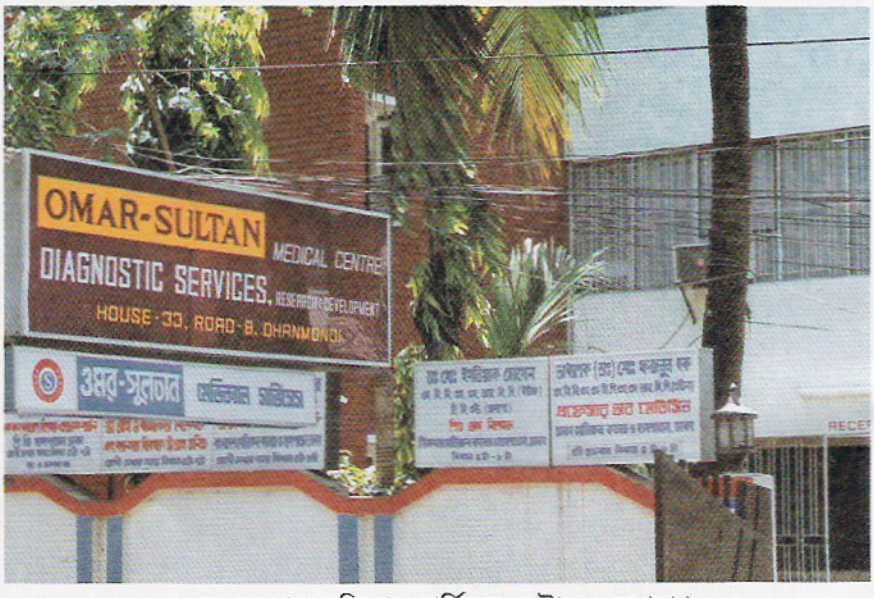

ওমর-সুলতান মেডিক্যাল সার্ভিসেস্ সেন্টারের সম্মুখভাগ

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন

ভবিষ্যত কার্যক্রম

– জাহাঙ্গির সেলিম

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

একজন মানুষের বাসস্থানের অধিকার হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক অধিকার গুলোর একটি। সমাজের মৌলিক কোষ হিসেবে প্রতিটি পরিবারের পূর্ণ অধিকার রয়েছে তার প্রয়োজনীয় বাসস্থান পাবার যাতে প্রকৃত পারিবারিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। জীবিকা নির্বাহের জন্য মৌলিক অধিকার অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে গৃহ বা বাসস্থান না থাকা। যা কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা। আমাদের উন্নয়নশীল এই দেশটিতে প্রতি বছর শীত মৌসুমে প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে প্রচুর পরিমাণ দরিদ্র লোক মারা যায়। অনেক দরিদ্র লোক আবার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হয়ে নানাবিধ কারণে মানসিকভাবে তাদের বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে বাস্তুহারা, যুদ্ধ, নদীভাঙ্গন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের কারণে গৃহ হারা। যাদের মধ্যে অনেকের আর পরবর্তীতে নিজেদের জন্য বসতবাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজের কতিপয় বিত্তবান লোক তাদের সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসে ঐ সব মানুষগুলোর আবাসিক সমস্যা সমাধান করার জন্য। তেমনি একটি মহতি উদ্যোগ হলো 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন' কর্তৃক পরিচালিত 'গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প'। যাহা ইতিমধ্যে এলাকার দরিদ্র মানুষগুলোর মনের মাঝে বিপুল আশার সঞ্চার করেছে।

যুব উন্নয়ন প্রকল্প

গ্রাম প্রধান আমাদের বাংলাদেশে গ্রামের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, যুব সম্প্রদায় সব সময়েই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। বাবা-মায়ের দারিদ্রতার কারণে দেখা যায় অনেক ভাল রেজাল্ট করেও গ্রামের একজন ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আসতে পারে না। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বঞ্চিত হয় ঐ সমস্থ যুব সম্প্রদায়ের উন্নত সেবা থেকে। সরকারের পক্ষেও এককভাবে সম্ভব হচ্ছে না গ্রামের ঐ সমস্ত বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক ভাবে কিছু করার। কারণ দেশে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় গ্রামের দরিদ্র অথচ মেধাবী ঐ সমস্ত যুব সম্প্রদায়ের জন্য কিছু করতে পারেন দেশের প্রতিষ্ঠিত হৃদয়বান মহৎ ব্যক্তিগণই, তেমনি একজন মহৎ হৃদয়বান মানুষ হলেন আলহাজ্ব নূরুল আমীন। তিনি ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভবিষতে এই দেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেকার, যুব সম্প্রদায়ের চতুর্মখী উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। যাহা বাস্তবায়িত হলে এদেশ তথা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মঙ্গল বয়ে আনবে।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে এখনও এমন অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের নামটা পর্যন্ত লিখতে জানেন না। ফলে জীবনের পদে পদে তাদেরকে ঠকতে হচ্ছে। বঞ্চিত হতে হচ্ছে নিজের ন্যায্য অধিকার থেকে। তাই ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন তাদের ভবিষৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য, যাতে করে গ্রামে-গঞ্জের বয়স্ক লোকজন ঐ সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্র থেকে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন এর এই সমস্ত কর্মকাণ্ড পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে আন্তরিক সহযোগিতা দানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। ❑

জাতীয় দৈনিকের পাতায় ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশানের কর্মকান্ড

ওমর সুলতান ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

ছাত্রদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কলম তুলে দেবার বাসনা

গত শুক্রবার চন্দনাইশ ওমর সুলতান ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত উৎসাহমূলক বৃত্তি পরীক্ষা '৯৭ সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৩৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে অংশগ্রহণ করে।

এ তে মুজাফরাবাদ এন,জে, উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দশম শ্রেণীর ১২০ জন ছাত্রছাত্রী, পশ্চিম এলাহাবাদ আহমদিয়া সুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৫৮ জন মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রী ও গাছবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০২ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দেয়।

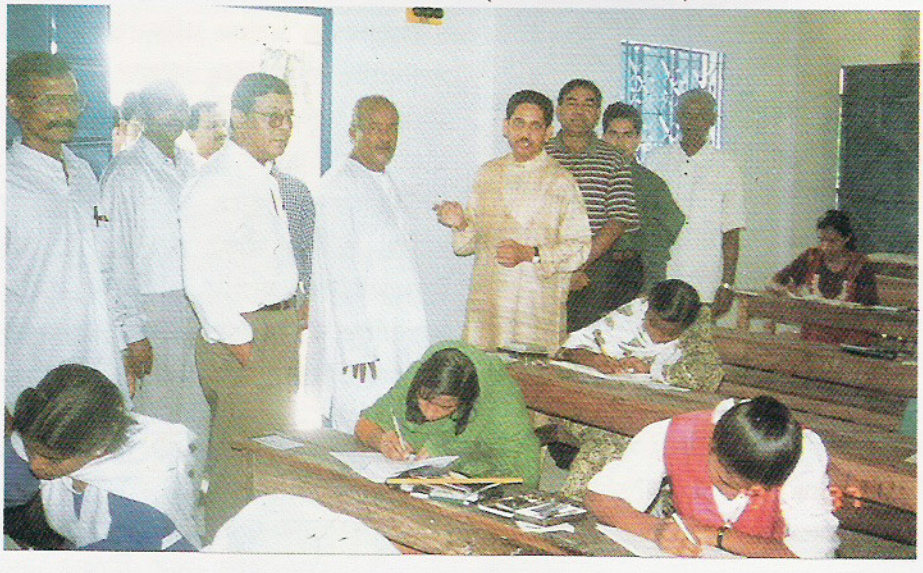

ওমর-সুলতান শিক্ষা বৃত্তি পরীক্ষার হল পরিদর্শন করছেন ট্রাষ্ট্রি আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন পাশে ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ওমর সুলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি আলহাজ্ব নুরুল আমিন রাজু বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন সিটি গ্রুপের ডাইরেক্টর মকবুল হোসেন ও আসাদ উল্লাহ, জেনারেল ম্যানেজার জাহাংগীর সেলিম, ওমর সুলতান পল্লী-১ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও ট্রাষ্টের সচিব মোহাম্মদ মনির আহমদ এবং নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ প্রমুখ।

কেন্দ্র পরিবদর্শনের পর সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নূরুল আমিন স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাথে আলাপকালে জানান, আমি ছাত্রদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কলম তুলে দিতে চাই। তিনি বলেন, আমি যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে। তিনি ঘোষণা দেন, প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে পড়তে আগ্রহী পটিয়া ও চন্দনাইশ থানার ৫ জন গরীব ও মেদাবী ছাত্রের লেখাপড়ার সম্পর্ণ খরচ বহন করবেন।

এদিকে ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে এক সাংবাদিক প্রতিনিধি দল বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু সুফিয়ান, সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, প্রেস ক্লাব সদস্য আসিফ সিরাজ ও মোহাম্মদ আইয়ুব আলী। তাঁরা পরীক্ষার কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

খবর বিজ্ঞপ্তির। দৈনিক আজাদী ১.১১.৯৭ইং

চন্দনাইশে ওমর সুলতান ফাউন্ডেশনের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমদ বলেছেন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষক-অভিভাবকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

চন্দনাইশস্থ পশ্চিম এলাহাবাদ 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন'

ওমর-সুলতান বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকদের ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ট্রাষ্টি এম নূরুল আমীন

কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ও চন্দনাইশ ও পটিয়া থানা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সমাজসেবী নূর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি আলহাজ্ব এম নূরুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ খায়রুল হোসেন। এই বিভাগের প্রফেসর নাসির উদ্দিন, প্রফেসর ডঃ জামাল উদ্দিন, প্রফেসর শাহজাহান মিঞা, সিটি গ্রুপের ডাইরেক্টর মকবুল হোসেন ও আসাদ উল্লাহ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কাজী আবদুল গণি ছাবেরী, শিক্ষক বাণী কান্তি চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, দুলাল সরকার, শান্তি মাধব বড়ুয়া, নারায়ণ সেন, মোঃ সাইফুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ হালিমী প্রমুখ।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি আলহাজ্ব এম নুরুল আমিন বলেন, আগামী জানুয়ারী থেকে চন্দ্রনাইশ থানায় প্রথম মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করা হবে। তিনি বলেন, ২০১০ সালের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। পরে প্রধান অতিথি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করেন এবং কৃতি শিক্ষকদের ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

দৈনিক আজাদী ২৭.১২.৯৭ইং

শীতার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শৈত্যপ্রবাহে দুর্ভোগের সম্মুখীন শীতার্তদের জন্য তাঁর ত্রাণ তহবিলে শীতবস্ত্র দানে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সচ্ছল লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের শৈত্যপ্রবাহের শিকার শীতার্তদের মাঝে বিতরণের জন্য মঙ্গলবার ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের দান করা ২০ হাজার সোয়েটার গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। খবর বাসস'র।

জনকণ্ঠ ০৭.০১.৯৮ইং

চন্দনাইশে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ইঞ্জিঃ আফসার উদ্দিন

সাবেক সংসদ সদস্য ও শিল্পপতি ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন

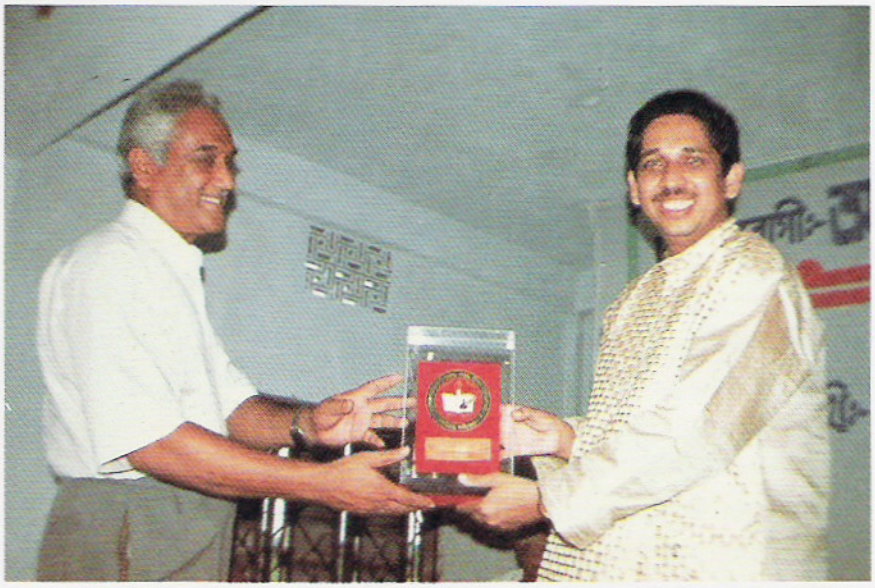

সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ট্রাষ্টি এম নূরুল আমীনকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন বিধান রায় চৌধুরী

ওমর-সুলতান বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকদের মাঝে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাম এম নূর আহমেদ পাশে বিশেষ অতিথি এম নূরুল আমীন

আহমদ বলেছেন ছাত্র ছাত্রীরা হচ্ছে আগামী দিনের কর্ণধার। এদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষক অভিভাবকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে চন্দনাইশস্থ পশ্চিম এলাহাবাদ 'ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন' কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ও চন্দনাইশ ও পটিয়া থানার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সমাজসেবী নূর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি আলহাজ্ব এম নূরুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ খায়রুল হোসেন। এই বিভাগের প্রফেসর নাসির উদ্দিন, প্রফেসর ডঃ জামাল উদ্দিন, প্রফেসর শাহজাহান মিঞা, সিটি গ্রুপের ডাইরেক্টর মকবুল হোসেন ও আসাদ উল্লাহ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কাজী আবদুল গণি ছাবেরী, শিক্ষক বাণী কান্তি চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, দুলাল সরকার, শান্তি মাধব বড়ুয়া, নারায়ণ সেন, মোঃ সাইফুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ হালিমী প্রমুখ।

প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার আফসার বলেন সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে তিনি আইনের সঠিক প্রয়োগের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আজ আমাদের অনেক ব্যর্থতা দেশের জন্য কোন কিছু করতে পারিনি। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম সে স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি। গরীব মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারলেই সেইদিন প্রকৃত বিজয় অর্জিত হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি আলহাজ্ব এম নুরুল আমিন বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। তিনি নতুন প্রজন্মকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, পল্লীর গরীব জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নই আমার লক্ষ্য। তিনি বলেন আমার অর্থের মালিক আমি একা নই, আমার প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত অধিকাংশ লভ্যাংশ মানবতার কল্যাণে ব্যয় করব। তিনি আগামী জানুয়ারী থেকে 'চন্দনাইশ থানায় প্রথম মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করা হবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ২০১০ সালের মধ্যে আমার

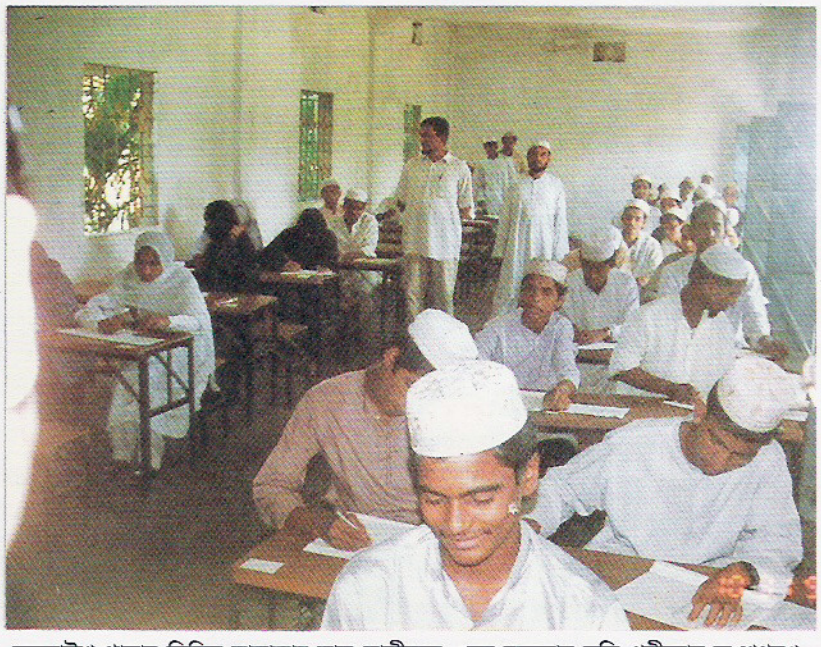

চন্দনাইশ থানার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের ওমর সুলতান বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

ওমর-সুলতান বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি শিক্ষকদের যে কোন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। তিনি স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাকে দোয়া করবেন ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য, বেঁচে থাকার জন্য যেন, আপনাদের খেদমত করতে পারি। পরে প্রধান অতিথি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করেন এবং কৃতি শিক্ষকদের ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

দৈনিক আজাদী ২৭.১২.'৯৭

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চন্দনাইশে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

গত ২১শে মে ১৯৯৭ইং চন্দনাইশ থানার পশ্চিম এলাহাবাদ গ্রামে সম্প্রতি আঘাত হানা প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ওমর সোলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি এবং সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব নুরুল আমীন আশ্রয়হীন মানুষের পাশে গিয়ে তাদের মাথা গোজাঁর ঠাঁইয়ের জন্য বিতরণ করেন নগদ টাকা ও শুকনো খাদ্য দ্রব্য। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ৭০০ (সাতশত) পরিবারের মধ্যে নগদ ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকা বিতরণ করা হয়। তিনি সমাজের বিত্তবান সকল মানুষকে দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। এ সময় ওমর-সুলতান পল্লী-১ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মনির আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক মোঃ শরীয়ত উল্লাহ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খবর বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক পূর্বকোণ ২২.০৫.'৯৭

এ.এন.জে হাইস্কুলে বিশিষ্ট শিল্পপতি নুরুল আমীন সংবর্ধিত

পটিয়া প্রতিনিধি ॥ গত ২৫শে জুলাই বিকেলে পটিয়া মুজাফফরাবাদ এন জে হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত তৈরি পোষাক কারখানার কর্মীদের বার্ষিক বনভোজন

শিল্পপতি, সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান, ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন এর ট্রাষ্টি আলহাজ্ব নুরুল আমিনের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিচালনা সংসদের সভাপতি এডভোকেট আবদুল্লা হারুণের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পটিয়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এম আশরাফ আলী খলিফা, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ডঃ তাপসী ঘোষ রায়, প্রধান বক্তা ছিলেন খরনা ইউপি চেয়ারম্যান এ কে এম আবদুল মতিন চৌধুরী। শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক বাণী কান্ত চৌধুরী, এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আশুতোষ দত্ত, বিদ্যালয় পরিচালনা সংসদের সহ-সভাপতি বিধান রায় চৌধুরী, কালা মিয়া চৌধুরী, বাবুল কান্তি ঘোষ, দুলাল সরকার, জাফর আহমদ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে শামীমা নাসরিন প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি ও সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম নূরুল আমীন

সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে টিএনও আশরাফ বলেন, এদেশে নুরুল আমিন সাহেবদের মত নিঃস্বার্থবান দানশীল ব্যক্তি আছেন বলেই সমাজে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজকাল আমরা ধনের সাথে মনের মিল খুব একটা দেখি না। কিন্তু নুরুল আমিন সাহেবদের বেলায়ই দেখছি তার ব্যতিক্রম।

তিনি মানব কল্যাণে নুরুল আমিনের উদ্দীপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্বর্ধিত অতিথি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আলহাজ্ব নুরুল আমিন তাঁর বক্তব্যে বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর মা-বাবার স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন গঠন করে এর আওতায় একটি বৃত্তি প্রদান প্রকল্প পটিয়া চন্দনাইশ থানায় এ বৎসর থেকেই চালু করবেন বলে জানান।

তিনি স্কুলের জন্য ক্যাফেটেরিয়াসহ একটি কমনরুম ও বিকল্প সিঁড়ি এবং ১৬০ শতক ভূমি ক্রয়ের মাধ্যমে একটি খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম ও একটি বিজ্ঞান ভবন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

দৈনিক আজাদী ০১.০৮.'৯৭

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র দান প্রধানমন্ত্রীর আহবান

প্রধানমন্ত্রী শীতার্ত দুঃস্থদের বিতরণের জন্যে তার ত্রাণ তহবিলে শীতবস্ত্র দান করার জন্যে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ত্রাণ তহবিলে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের দানকৃত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের পাঁচ বছর মেয়াদী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করছেন ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি এম নূরুল আমীন

২০ হাজার সোয়েটার নেয়ার সময় এ আহ্বান জানান।

আজকের কাগজ ০৭.০১.'৯৮ইং

PM urges all to donate warm clothes

Prime Minister Sheikh Hasina on Tuesday called upon the affluent section of the society to donate warm clothes to the PM's Relief Fund for distribution among the destitutes suffering from cold, reports UNB.

She made the call while receiving 20,000 pieces of sweaters donated by Omar Sultan Foundation to the Prime Minister's Relief Funt for distribution among the people, hit by the current cold spell in the country.

Hasina received the sweaters from M Nurul Amin, a trustee of Foundation, at her office and thanked the members of the foundation for the kind gesture.

Observer 07.01.'98

বিত্তবানদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী দুস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্যে ত্রাণ তহবিলে শীতবস্ত্র দান করুন

ইউএনবি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল দুস্থদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শীতবস্ত্র দেয়ার জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

বর্তমানে দেশে শৈত্যপ্রবাহে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে প্রধামন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের দেয়া ২০ হাজার সোয়েটার গ্রহণকালে তিনি এই আহবান জানান।

শেখ হাসিনা তার অফিসে ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের পক্ষে এম নুরুল আমীনের কাছ থেকে এসব সোয়েটার গ্রহণ করেন এবং এই দানের জন্য ফাউন্ডেশনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত তৈরি পোষাক কারখানা পরিদর্শন করছেন এম নূরুল আমীন সাথে বিদেশী ক্রেতাবৃন্দ

ইনকিলাব ০৭.০১.'৯৮ইং

এলাহাবাদ সুন্নিয়া মাদ্রাসারপুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ চন্দনাইশ

কাঞ্চন নগর পশ্চিম এলাহাবাদ আহমদিয়া, সুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসার

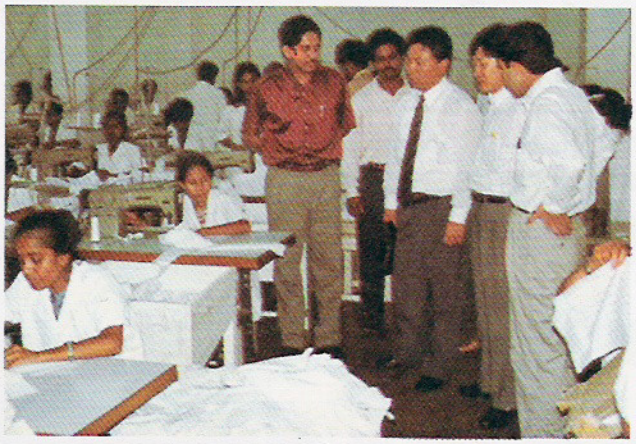

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত তৈরি পোষাক কারখানা পরিদর্শন করছেন এম নূরুল আমীন সাথে বিদেশী ক্রেতাবৃন্দ

বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী সভা সম্প্রতি প্রাক্তন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জহির আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি নুরুল আমিন রাজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিঠির সহ-সভাপতি আবদুস ছালাম, হাবিবুর রহমান সওদাগর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মদ্রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব এম,এ ছবুর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবুল বশর তালুকদার, আবদুল কাদের, এডভোকেট আবদুর রহমান, আবদুল জব্বার, পূর্বকোণ প্রতিনিধি এম, এ রাজ্জাক রাজ আজাদী প্রতিনিধি নুরুল আলম, মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুল হালিম ও মোহাম্মদ ইলিয়াশ প্রমুখ। প্রধান অতিথি নূরুল আমীন বলেন বেকারত্বের কারণে যুব সমাজ বিভিন্ন পথে গিয়ে বিপদগামী হচ্ছে অস্ত্রবাজী সন্ত্রাস সহ নানারকম অসামাজিক কার্যে জড়িত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন যুবকের হাতে অস্ত্র তুলে না দিয়ে এদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে এই সুন্দর পৃথিবীতে তারা সুন্দর জীবনযাপনের সাথে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি তার পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন এর অধীনে যুব, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প উন্নয়ন, দুঃস্থ মহিলাদের বিবাহ, গুচ্ছ গ্রাম সহ বিভিন্ন

ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম ওমর-সুলতান পল্লী-১

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি উক্ত ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বছরে ৬ টি বৃত্তি প্রদানের কথা ঘোষণা দেন । প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাশেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন উক্ত মাদ্রাসার সহ অধ্যক্ষ আবদুল মালেক নুরী। দৈনিক পূর্বকোণ ৯.৮.৯৭ইং

সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান কর্তৃক পটিয়ায় স্কুল ও মাদ্রাসায় ১৩ লক্ষ টাকা দান

চট্টগ্রামস্থ পশ্চিম এলাহাবাদ, চন্দনাইশের বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষানুরাগী ও সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এবং ওমর-সুলতান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি, বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব এম নূরুল আমিনকে সম্প্রতি এলাকায় পশ্চিম এলাহাবাদ মাদ্রাসা ও মুজাফফরাবাদ এস জে উচ্চ বিদ্যালয় তরফ হতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনায় এলাকার বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ থানা নির্বাহী (পটিয়া) কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সম্বর্ধনা সভায় তিনি পশ্চিম এলাহাবাদ মাদ্রাসার শ্রেণী কক্ষসমূহের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, ছাত্রদের জন্য পাখার ব্যবস্থা এবং পুকুরের ঘাট পাকা করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৩ (তিন লক্ষ) টাকা অনুদান দেন, অতিশীঘ্র একখানা এতিমখানা নির্মাণ করে দেবার অঙ্গীকার করেন।

মুফাফরাবাদ এন জে উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্বর্ধনাকালে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্কুলের জন্য ৪ (চার) বিঘা জমির উপরে খেলার মাঠ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্কুলের ছাত্রীদের জন্য কমনরুম স্থাপনের নিমিত্তে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দেন।

তার এহেন মহৎ উদ্যোগে স্থানীয় জনসাধারণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
ইনকিলাব ০৫.০৮.'৯৭

ওমর-সুলতান পল্লী-২

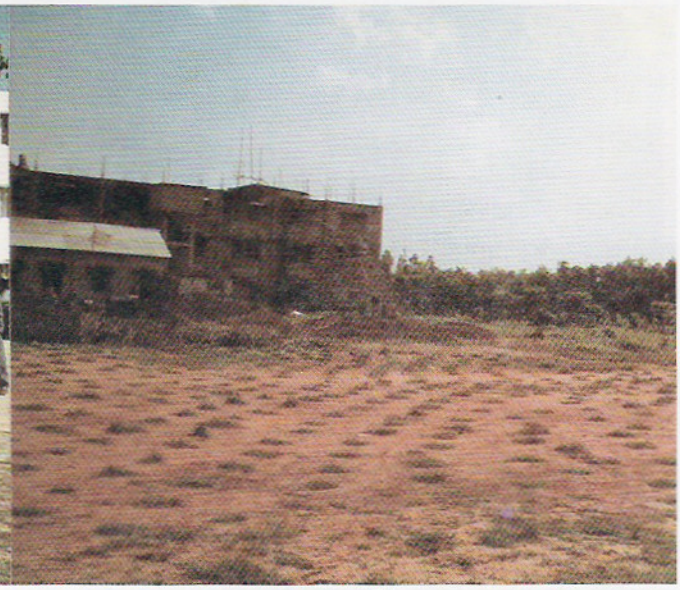

ওমর-সুলতান পল্লী-৩

Lest we forget a simple saying

health is Wealth

Health needs care.

And better care begins with

OMAR-SULTAN MEDICAL SERVICES

At least a dream

Comes true

A VISION

envisaged, designed and developed by highly qualified expert entrepreneuor

Right from the medical & allied profession

A Social Commitment

Dedicated specialist doctors exclusively engaged to provide

UNCOMPROMISED health-care & Protection protection preceded by MOST RELIABLE diagnostic investigations, meticulous follow-up treatment and care

Hustle free, time and trouble saving and supported by high-tech STATE OF THE ART diagnostic and medicare gadgetry run, and analysed and interpreted by highly qualified professionals

OMAR-SULTAN Motto

To get on with your **Life**, the most precious gift of Allah and to follow His clear dictate **Life First**

Do not leave **Life** to luck's gambling table, Life needs conscious **Care**

OMAR-SULTAN MEDICAL SERVICES

Where better care begins

ওমর-সুলতান

OMAR-SULTAN

মেডিক্যাল সার্ভিসেস লিঃ

MEDICAL SERVICES LTD.

An Advanced Diagnostic Services with Research & Development Facilities

House # 33, Road # 8, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh. Phone : 9123620-2, Fax : 880-2-9123623

PRODUCT BY : DESH MEDIA EXPRESS